দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 MAR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

015

শিক্ষাঙ্গন

কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা ও কিছু সুপারিশ

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার পুনরায় কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা পুনঃ প্রবর্তনের ব্যবস্থা হচ্ছে বলে পত্রিকান্তরে এক খবরে জানা গেছে। দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের সুপারিশক্রমে এ ব্যবস্থা হচ্ছে বলে প্রকাশ।

১৯৫০ সনে উক্ত পরীক্ষায় প্রবর্তন করা হয় এবং '৭২ সনে তুলে দেয়া হয়। উক্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেয়ায় বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

দেখা গেছে যে, ২/১ নম্বরের ব্যবধানে ছাত্র-ছাত্রীরা উক্ত দু'টি পরীক্ষায় ফেল করায় তাদেরকে পুনরায় সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। ফলে ২য়ও এমনি—তাদের কেউ কেউ ১ম বিভাগের নব্মর পেয়েও পরবর্তী বছরে পরীক্ষা পাস করতে পারছে না। এর ফলে, তাদের অনেকেই পড়া ছেড়ে দেয়। আবার কেউ কেউ আর্থিক সংকট ও স্বাস্থ্যগত কারণেও পরবর্তী বছরে পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হয়। আবার চাকরি নকরির ক্ষেত্রে তারা বিপত্তির সম্মুখীন হয়। পাকিস্তান আমলে উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দেখা গেছে যে, বহু ছাত্র-ছাত্রী তৃতীয় বিভাগের নম্বর পেয়ে এক বিষয়ে কম্পার্টমেন্টাল পেয়ে উচ্চতর পরীক্ষাগুলো কৃতিত্বের সাথে পাস করেছে। আবার কেউ কেউ, বিএ এমএ পাস করে সিএসপি ও ইপিসিএস দিয়ে ফরেন সার্ভিসে যোগদান করেছে এমনও প্রমাণ রয়েছে।

বৃটিশ আমলে দেখা যেতো তৃতীয় বিভাগে পাস করে ছাত্রগণ অনার্স পাস করে এফএ পরীক্ষায় ইংরেজীর মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারতো।

আমাদের কথা হচ্ছে, ডিভিশন আসল কথা নয়। মেধা হচ্ছে আসল কথা। তৃতীয় বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের যে মেধা নেই এমন কথা বলা ঠিক নয়। দেখা যায় যে, আর্থিক সংকট ও স্বাস্থ্যগত কারণে বহু ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাস করে থাকে। তাই এ হিসেবে ১ বিষয়ে ফেলকারী ছাত্রদের পুনঃ পরীক্ষাদানের সুযোগ দেয়া উচিত।

এ ব্যবস্থা রহিত করার ফলে ছা্তর-ছাত্রীদের অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে, ১ বিষয়ে ফেলকারী ছাত্র-ছাত্রীদের। কারণ, ১/২ নম্বর নগন্যই বলা চলে। তবুও তাদেরকে আটকে রেখে রুটি রুজি ও উচ্চ শিক্ষার পথ থেকে বঞ্চিত করো হয়েছে।

যা হোক, বিলম্বে হলেও এ পদক্ষেপ প্রশংসনীয় ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কল্যাণকর বলে আমরা মনে করি। তাই উক্ত ব্যবস্থা যেন তড়িৎগতিতে কার্যকরী হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করছি যে, যারা লেটার পেয়ে এমন কি প্রথম বিভাগে পাস করে ১ বিষয়ে ২/১ নম্বরের ব্যবধানে ফেল করে তাদের উক্ত পরীক্ষায় না ফেলে প্রতি ১ নম্বরের জন্য ৫ নম্বর কেটে তাদের পাসের ব্যবস্থা করে দেয়া উচিত। বৃটিশ আমলে এ নিয়মের প্রবর্তন ছিল।

দেখা যেতো যে, ২৫ নম্বর কেটেও তাদের ডিভিশন থাকতো। তবে তারা যদি প্রধান তিনটি বিষয়, যেমন অংক. বাংলা ও ইংরেজী যদি পাস করে, তবে ওদের উক্ত ব্যবস্থায় সুপারিশ করা যেতে পারে। অন্যান্য বিষয়ে ফেল করে শুধরানো সম্ভব। প্রধান ৩টি বিষয়ে সবার পক্ষে ফেল করে, পাস করা সম্ভব নয়।

মোট কথা, অবিলম্বে কম্পাট্যমেন্টাল পরীক্ষা দেয়ার প্রথা চালু করে যাতে গতবারেরছ াত্র-ছাত্রী উক্ত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে পারলেই—উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছি।

—এম এ কবীর